মানুষের শেষ ঠিকানা

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সবুজপত্র

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবী মানুষের আসল ঠিকানা নয়

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব/২৫

দুনিয়া মানুষের আসল ঠিকানা নয়/২৮

মানব জীবনে আখিরতে বিশ্বাসের প্রভাব/৩৩

মৃত্য হল পরীক্ষা স্বরূপ/৩৯

মৃত্যু অবধারিত/৪১

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ প্রসঙ্গে/৪৩

নির্ধারিত হায়াত শেষেই সকলের মরণ হয়/৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা

মৃত্যু আখিরাতের পথে যাত্রার নাম/৫১

কোন ধরনের মৃত্যু উত্তম/৫৩

যে ধরনের মরণ থেকে পানাহ চাইতে হবে/৫৪

চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় মৃত্যু/৫৫

মৃত্যুর পূর্বক্ষণে/৫৫

সাকরাতুল মাওত-এর সময় করণীয়/৫৭

মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থতা, দেনা পরিশোধ ও অসিয়ত/৫৮

কারো মৃত্যুর পর জীবিতদের করণীয়/৬২

চোখ বুঝে দেওয়া/৬৩

শরীর কাপড় দ্বারা ঢেকে দেওয়া/৬৩

দ্রুত কবর দেওয়া/৬৩

মৃত ব্যক্তির দেনা পরিশোধ/৬৪

ধৈর্য ধারণ করা; বিলাপ না করা/৬৫

মৃত মানুষ সম্পর্কে ভাল বা খারাপ মন্তব্য করা/৬৭

মাইয়েতের গোসল/৬৯

ঘুমেও সওয়াব জাগরণেও সওয়াব/৩২৭

খাওয়াও সওয়াব উপবাসও সওয়াব/৩২৮
আদরেও সওয়াব শাসনেও সওয়াব/৩২৮
দান করাতেও সওয়াব না করাতেও সওয়াব/৩২৯
গোপনে দানও সওয়াব প্রকাশ্যে দানও সওয়াব/৩২৯
ভালবাসায়ও সওয়াব ভাল না বাসাতেও সওয়াব/৩২৯
স্ত্রীর সাথে ভালবাসাও সওয়াব/৩৩০
যে-কোন প্রাণীকে দয়া করলেও সওয়াব মিলে/৩৩০
পায়খানা-পেশাবেও সওয়াব আছে/৩৩১
সওয়াবের ভেতর সওয়াব/৩৩১
সব নেক আমলই গুরুত্বপূর্ণ/৩৩২
আখিরাতে নাযাতের ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/৩৩৪
নিয়তের বিশুদ্ধতা সকল নেক আমলের জন্য অপরিহার্য/৩৩৪
আল্লাহর রহমত ছাড়া শুধু আমল দিয়ে নাযাত পাওয়া যাবে না/৩৩৫
হেদায়েতের উপর অবিচল থাকার জন্য দোয়া করতে হবে/৩৩৬
শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে/৩৩৭
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুণাহ থেকে বিরত রাখা/৩৪১
প্রবৃত্তিকে দমন করে সবসময় তাকওয়ামণ্ডিত জীবন-যাপন করতে হবে/৩৪৪
গোনাহ হলেই তাওবা করতে হবে/৩৪৬
ভ্রান্ত মত ও পথের অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে হবে/৩৪৮
র□হবানিয়্যাত বা বৈরাগ্যবাদী দর্শন/৩৪৮
খারেজী সম্প্রদায়/৩৪৯
শিয়া সম্প্রদায়/৩৪৯
মুতাযিলা সম্প্রদায়/৩৪৯
বিদ'আত/৩৪৯
শেষ কথা/৩৫১
মানব সৃষ্টির ক্রম বিস্তার /৩৫৫
এক নজরে মুমিন ও কাফিরের পরিণতি/৩৫৬
কি কারণে একজন মানুষ জান্নাতে যাবে বা জাহান্নামে যাবে/৩৫৮
এক নজরে কতিপয় কবিরা গুনাহ ও আমলে সালেহ/৩৫৯
পাদটীকা/৩৬১
তথ্যপঞ্জী/৩৬৬

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবী মানুষের আসল ঠিকানা নয়

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব

পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে ডারউইনের বিবর্তনবাদ[১] এক সময় আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুললেও বর্তমানে এ মতবাদের অসারতা নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথা ঠিক যে, পৃথিবীতে মানুষের আগে জিন জাতির অস্তিত্ব ছিল। তাই আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের সামনে মানব সৃষ্টির পরিকল্পনার কথা বললেন তখন তারা জবাবে বলল, "হে আমাদের রব! আমরা তো আপনার তাসবীহ পাঠ করি, গুণকীর্তন করি। আপনি কি এমন জাতি সৃষ্টি করতে চান যারা পৃথিবীতে মারামারি করবে, ফিতনা-ফাসাদ করবে?[২] মূলত ফেরেশতাগণের এ কথার মাধ্যমে পূর্ববর্তী জাতির চরিত্র ফুটে উঠেছে। আর ফেরেশতাগণ এ কথা বলে আল্লাহর পরিকল্পনার বিরোধিতা করেননি; বরং আল্লাহর কাছে তাদের অভিজ্ঞতার কথাই শুধু তুলে ধরেছেন।

হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আ)-কে সারা পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে মাটি নিয়ে পয়দা করেছেন।[৩] আর এ কারণেই মাটির রঙ ও বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের কারণে মানুষের রঙ ও স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। আর এজন্যই একই পরিবারে জন্ম নিয়েও একজন হয় উন্নত চরিত্রের, অন্যজন হয় নিকৃষ্ট চরিত্রের। একজন হয় কালো, আরেকজন হয় সুন্দর। একজন হয় মেধাবী, আরেকজন হয় বোকা।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনে মানব সৃষ্টির পরিকল্পনা পেশের সময় বলেছিলেন, দুনিয়াতে আমার খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। এ থেকে বুঝা গেল, মানুষের আবাসস্থল হবে দুনিয়া। প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ প্রথমেই মানুষকে দুনিয়াতে না পাঠিয়ে জান্নাতে রাখলেন কেন?

কুরআন থেকে জানা যায়, আল্লাহ আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাতে থাকতে দেওয়ার পর বলে দিলেন, তোমরা যা ইচ্ছা খেতে পারবে, কিন্তু ঐ গাছটির[৪] কাছেও যেতে পারবে না। কিন্তু শয়তান তাঁদেরকে ঐ গাছটি প্রসঙ্গে

প্ররোচিত করে। ফলে তাঁরা জান্নাতে থাকতে পারলেন না। তাঁদের আবাসস্থল হল পৃথিবী।

শয়তান প্ররোচিত করবেই কারণ, আদম সৃষ্টির পূর্বে সে মর্যাদার আসনে সমাসীন ছিল। কিন্তু আদম সৃষ্টির পর ফেরেশতাদের নির্দেশ দেওয়া হয় আদমকে সেজদা করার জন্য। এ নির্দেশের আওতায় শয়তানও ছিল। সে ছিল আগুনের তৈরি, আর আদম মাটির তৈরি। এ নিয়ে তার মধ্যে অহংবোধ কাজ করল। যার কারণে সে সেজদা করল না। আর এ অপরাধে সে আল্লাহর লানতের শিকার হল এবং তখন থেকেই সে মানুষের প্রকাশ্য দুশমন হয়ে গেল।

মানব সৃষ্টির সূচনাতে আদম (আ)-এর সাথে শয়তানের এ ঘটনা এ কারণেই সংঘটিত হয়েছে যে, মানুষ যেন মনে করে তাদের প্রথম আবাস ছিল বেহেশত। দুনিয়া তাদের আসল ঠিকানা নয়। মানুষ যদি দুনিয়াতে আল্লাহর হেদায়াতের অনুসরণ করে তাহলে আবার জান্নাত হবে তাদের স্থায়ী আবাস। আর যদি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাহলে তাদের আবাস হবে জাহান্নাম।

এখানে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা হল, মানুষ আল্লাহর খলীফা। মানুষ খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গেলে শয়তান বাধা দেবে। শয়তানের বাধা অতিক্রম করে যারা চলতে পারবে, তারাই হবে সফলকাম। আর শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে কখনও কোন ভুল হয়ে গেলে তওবা তথা আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হওয়াই হল একজন সত্যিকার মানুষের বৈশিষ্ট্য। আমরা দেখতে পাই, মানব ইতিহাসের সূচনায় কৃতকর্মের জন্য আদম অনুতপ্ত হলেন আর শয়তান জিদ করে নিজের কর্মের পক্ষে সাফাই গাইল। এটাই হল শয়তান ও সত্যিকার মানুষের চারিত্রিক পার্থক্য।

মূলত ফেরেশতাগণ আল্লাহর সব নির্দেশই যথাযথভাবে পালন করে এবং শয়তান সব নির্দেশেরই বিরোধিতা করে। আর মানুষকে তাঁর নির্দেশ পালন বা অমান্য করার এখতিয়ার ও শক্তি দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যেসব মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা হিসেবে আল্লাহর মর্জিমত সব কাজ করবে, তারাই আল্লাহর খাঁটি বান্দা। আর যারা আল্লাহর বিধি-বিধানের বিরোধিতা করবে, তারা হল শয়তানের শিষ্য।

এখন একটি বিষয় ভাবা দরকার, আলমে আরওয়াহ তথা রূহের জগতে সব মানুষকে এক সাথে সৃষ্টি করলেও পৃথিবীতে এক সাথেই সকল মানুষ আসেনি। আল্লাহ আদম ও হাওয়া (আ)-এর[৫] মিলনের মাধ্যমে মানব বংশের বিস্তৃতির যে

ধারা শুরু করেন তা আজও বিদ্যমান। কিয়ামত পর্যন্ত এ একই ধারায় মানব বংশ বিস্তার লাভ করবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এক সাথে দুনিয়াতে পাঠাতে পারতেন কিংবা একজন মানুষ মারা যাবার পর আসমান থেকে আরেকজন পাঠিয়ে তার শূন্যস্থান পূরণ করার মাধ্যমে মানব অস্তিত্ব ঠিক রাখতে পারতেন; কিন্তু আল্লাহ তা করেননি। আল্লাহ মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিজেই বলেন, "আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি। এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি। অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অতঃপর তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।" (মুমিনূন ঃ ১৩)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, আমি মানুষকে পচা কর্দম থেকে তৈরি শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি এবং জিনকে এর আগে লু-এর আগুনের দ্বারা সৃজন করেছি। (হিজর ঃ ২৫-২৬)

আল্লাহ তাআলা মানব বংশ বিস্তারে এ প্রক্রিয়া অবলম্বনের কারণেই সন্তানের জন্য মাতা-পিতার আদর-সোহাগ এবং মানুষের মনে পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান জন্ম না হয়ে মানুষ যদি সরাসরি আসমান থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতো, তাহলে কেউ নতুন আসার সাথে সাথে পৃথিবীতে অবস্থানকারীরা তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করাও অস্বাভাবিক ছিল না।

অপরদিকে নারী-পুর□ষের মিলনের ফলে মানব সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, অস্তিত্বহীন থেকে আল্লাহ যেমনি তোমাকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তোমার মৃত্যুর পর তোমার মাটির শরীর মাটিতে মিশে গেলেও আল্লাহ তোমাকে আবার অস্তিত্ব দান করবেন এবং দুনিয়াতে যা কিছু করেছো তার হিসাব নিবেন। যদিও কিছু সংখ্যক মানুষের ধারণা হল, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। অথচ তারা যদি তাদের সৃষ্টি নিয়ে একটু চিন্তা করত তাহলে তারা এ ধরনের অসার ধারণা পোষণ করত না। কারণ, আল্লাহ যিনি প্রথমেই অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি আবার অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম।

পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক মানুষ আছে, যারা নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবী বলে মনে করেন। অথচ তারা ভাবেন না তাদেরকে এ বুদ্ধি কে দিয়েছেন? কারণ পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষও আছে যারা পাগল। রাস্তায় চলতে যারা বকবক করে। আফসোসের বিষয় হল, আল্লাহ যাদের বুদ্ধি, বিবেক দিয়েছেন তাদের কেউ কেউ আল্লাহর দেওয়া বুদ্ধি আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের বিরুদ্ধে সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি

করার কাজে ব্যয় করেন। অথচ আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার চেষ্টা করেন না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যে জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর বিরোধিতা করছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো তার জ্ঞান লোপ করে দিতে পারেন। আল্লাহ তাকে বিরোধিতা করার শাস্তি স্বরূপ সাথে সাথে পাগল করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ এভাবে দুনিয়াতে শাস্তি দেন না। তবে মাঝে মাঝে দু-একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেন মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান দিয়েছেন সে জ্ঞান দিয়ে মানুষ পৃথিবীতে যা আবিষ্কার করে তা নিয়েও যদি মানুষ গভীরভাবে ভাবতো তাহলে তার কাছে অনেক কিছু সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় থাকতো না। যেমন- কোন কোন মানুষের ধারণা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন কিভাবে মানুষের আমল পরিমাপ করবেন? মানুষ ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে দুনিয়াতে অনেক কিছুই যথাযথভাবে ধারণ করে। টেপ রেকর্ডের মাধ্যমে অনেক কথাই রেকর্ড করে। কম্পিউটারের ডিস্কে অনেক ফাইল সেভ করে রাখে। তাহলে আল্লাহ কি আসমান-জমিন, চাঁদ-সুরুজের মাধ্যমে ভিডিও, অডিও টেপ করে রাখতে পারেন না? ছোট একটি কম্পিউটারে কত হাজারো বিষয় সংরক্ষণ করে রাখা যায়। যেসব ফেরেশতা মানুষের আমল সংরক্ষণ করেন তারা কি বিশেষ কুদরতে এভাবে আমল সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন না?

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার এসব আবিষ্কার দিয়ে এটা প্রমাণ করা ঠিক নয় যে, আল্লাহ এভাবে আখিরাতে আমল পরিমাপ করবেন। আল্লাহ আমল পরিমাপ করবেন আল্লাহর বিশেষ কুদরতে। তবে মানব বুদ্ধিপ্রসূত এসব আবিষ্কার থেকে এ কথার প্রমাণ মিলে যে, মানুষ যদি ক্ষুদ্র জ্ঞানে এসব আবিষ্কার করে অনেক কিছু সংরক্ষণ করতে পারে তাহলে আল্লাহ যিনি সব ক্ষমতার মালিক তাঁর কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। অবশ্যই তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

দুনিয়া মানুষের আসল ঠিকানা নয়

বর্তমানে আমরা যারা দুনিয়াতে আছি, অতীতে আমরা ছিলাম না। অতীতে যারা ছিল তারা বর্তমানে নেই। আবার যারা বর্তমানে আছি ভবিষ্যতে থাকবো না। দুনিয়াতে আমরা মুসাফিরের মত। একজন মুসাফির কোথাও গেলে সাথে বেশি কিছু নেয় না। চলাফেরার জন্য যতটুকু দরকার শুধু ততটুকুই নেয়। মানুষ দুনিয়াতে মুসাফিরের মত। এর অর্থ হল, দুনিয়াতে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন মানুষ দুনিয়া থেকে শুধু ততটুকু ভোগ করবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ লাভের জন্য চেষ্টা করবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

জান্নাত ও জাহান্নাম

জান্নাত

দুনিয়াতে কোন বিশেষ মেহমান এলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বেহেশতেও বেহেশতবাসীকে অভ্যর্থনা জানানো হবে। তাদেরকে ফেরেশতা এবং কিশোররা সংবর্ধনা দেবে। আর জান্নাতীদেরকে ফেরেশতারা সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাদের আসনের কাছে নিয়ে যাবে। ফেরেশতারা তাদের আসন দেখিয়ে দেবে এবং হুরদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। তাদেরকে জান্নাতের প্রহরীরা ওয়েলকাম জানাবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সর্বদা বসবাসের জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।" (যুমার ঃ ৭৩)

মূলত জান্নাতের সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ সম্পর্কে দুনিয়ায় বসে কল্পনা করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কোন দিন দেখেনি, কোন কান কোন দিন তার বর্ণনা শুনেনি। আর কোন মানুষ কোন দিন তা ধারণা বা কল্পনাও করতে পারেনি। এ কথার সমর্থনে তোমরা এই আয়াত পাঠ করতে পার। নেক কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য নয়নাভিরাম যেসব সামগ্রী সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, তা কোন ব্যক্তিই জানে না।" (সাজদা ঃ ১৭)

জান্নাতের আট তোরণ প্রসঙ্গে

জান্নাতে জান্নাতীরা তাদের নেক আমলের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত, জান্নাতে অনেকগুলো দরজা থাকবে। একেক দরজা দিয়ে একেক শ্রেণীর নেক বান্দারা প্রবেশ করবে।

জান্নাতে যে অনেক প্রবেশ-তোরণ থাকবে তার সমর্থনে অনেক আয়াত উল্লেখ করা যায়। আল্লাহ তাআলা সূরা ছোয়াদে ইরশাদ করেন, "এ এক মহৎ আলোচনা। খোদাভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত; তাদের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।" (ছোয়াদ ঃ ৪৯-৫০)

এ আয়াতে আল্লাহ জান্নাতের দ্বার বুঝানোর জন্য একবচন 'বাব' শব্দের পরিবর্তে বহুবচন 'আবওয়াব' শব্দ উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে সূরা যুমারের ৭৩ নম্বর আয়াতেও 'আবওয়াব' শব্দ উল্লেখ করেছেন।

হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের আটটি দরজা হবে। রাইয়্যান নামক দরজা দিয়ে রোযাদাররা প্রবেশ করবে।" হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ নামাযীদেরকে 'বাব আস সালাত,' মুজাহিদদেরকে 'বাব আল জিহাদ,' দান-সদকাকারীদেরকে 'বাব আস সদকা' এবং রোযাদারকে 'বাব আর রাইয়্যান' দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আহ্বান জানাবেন। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, দুনিয়াতে যারা যে ধরনের নেক আমল করতে বেশি ভালবাসতো তাদেরকে আখিরাতে তাদের সাথেই থাকতে দেবেন যারা সে ধরনের আমল করত।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, একজন মানুষকে নামায, রোযা, সদকা সব কিছুই পালন করতে হয়। তাহলে কিভাবে তার দরজা ঠিক করা হবে? এর জবাবে বলা হয়, ফরয নামায, রোযা তো সকলকেই করতে হয়। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, যারা আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে ধরনের নফল ইবাদত বেশি করবে, তাদেরকে সেভাবেই আখিরাতে ডাকা হবে। আর যারা বিভিন্ন ধরনের নেক আমল করতেন তাদের মনের ঝোঁক যে নেক আমলের প্রতি বেশি থাকে তাদেরকে সে ধরনের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশের জন্য বলা হবে। আর যারা নামায ও রোযা, জিহাদ, দান-সদকাসহ অনেক ধরনের নেক আমলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দুনিয়াতে সম্পাদন করেন তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে চাও, করতে পার।" এভাবে আরো অনেক নেক আমলকারী সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে, তাদেরকে জান্নাতের যে-কোন তোরণ দিয়ে প্রবেশ করার এখতিয়ার দেওয়া হবে। যেমন এক হাদীসে আছে, "যিনি উত্তমভাবে অযু করবে অতঃপর বলবে, 'আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু' তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে যে-কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।" জান্নাতের এক দরজা থেকে আরেক দরজা অনেক দূরে থাকবে। এক হাদীস অনুযায়ী মক্কা ও বসরার মধ্যে যে

ধরনের দূরত্ব, এক দরজা থেকে আরেক দরজা সে ধরনের দূরত্বে থাকবে। হিসেব করে দেখা গেছে, মক্কা থেকে বসরার দূরত্ব হল ১১,২৫০ কিলোমিটার।

জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

জান্নাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একেক স্থানে একেক ধরনের বেহেশতী আমেজ থাকবে। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে অনেক বিবরণ এসেছে। নিম্নে জান্নাতের বিভিন্ন স্থানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

১. ফেরদাউস— এটা মূলত জান্নাতের এক সুন্দর বাগান। হযরত কা'ব (রা) বলেন, এ বাগানে থোকা থোকা আঙুর সুশোভিত থাকবে। দাহহাক বলেন, এটা গাছ-গাছালিতে ভরপুর থাকবে। এ জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা শীতল ছায়াময় (ফেরদাউস) উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।" (মুমিনূন ঃ ১০-১১)

কারা এ জান্নাতের উত্তরাধিকার লাভ করবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, "যারা নামাযে বিনয়ী, বিনম্র। যারা অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত। যারা যাকাত দান করে থাকে এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে এবং যারা তাদের নামাযসমূহের হেফাযত করে।" (মুমিনূন ঃ ২-৯)

২. নাঈম—এটা হবে নানা ধরনের নিয়ামতে ভরপুর। খাবার, পানীয়, পোশাক ও মনোমুগ্ধকর ছবিসহ অনেক কিছু এখানে শোভা পাবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে ভরা জান্নাত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর ওয়াদা যথার্থ। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (লুকমান ঃ ৮-৯)

৩. মাওয়া—এ জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। যার কাছে অবস্থিত বসবাসের (মাওয়া) জান্নাত।" (নাজম ঃ ১৩-১৫) মুফতী শফী (র) লিখেন, মাওয়া অর্থ ঠিকানা, আশ্রয়স্থল। এ জান্নাতকে মাওয়া বলার কারণ হল, এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। হযরত আদম (আ) এখানেই সৃজিত হন। এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে।

হযরত আতা বলেন, মাওয়া হল হযরত জিবরাঈল (আ)-সহ অন্যান্য ফেরেশতাদের অবস্থানস্থল।

৪. দারুস সালাম—এর নাম আস্ সালাম রাখার কারণ হল এখানে কোন ধরনের কষ্ট কেউ অনুভব করবে না। সব ধরনের খারাপ বা অপছন্দনীয় বস্তু থেকে জান্নাতীরা মুক্ত থাকবে। ফেরেশতারা সালাম দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। তারা সবসময় শান্তি বর্ষণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তা হল বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। বলবে, তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম গৃহ কতই না চমৎকার!" (রাদ ঃ ২৩-২৪) আল্লাহ তাআলা এ শান্তিময় স্থানের প্রতিই তাঁর বান্দাদের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার আবাসের প্রতি আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন।" (ইউনুস ঃ ২৫) আল্লাহ তাআলা এ শান্তিময় স্থানের বিবরণ অন্যত্র এভাবে দিয়েছেন, "সেখানে তাদের প্রার্থনা হল 'পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ!' আর শুভেচ্ছা হল 'সালাম' এবং তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়' 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য বলে।" (ইউনুস ঃ ১০) এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী বলেন, জান্নাতীদের যখন কোন কিছুর ইচ্ছা হবে তখন তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলবেন এবং এ বাক্যটি শুনার সাথে সাথে ফেরেশতারা তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু এনে দিবেন। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, জান্নাতীদের কোন কিছু মুখে চাইতে হবে না। মনে কোন কিছুর কল্পনা হলেই আল্লাহ তা তাদেরকে দিয়ে দিবেন। তারা সবসময় নিয়ামতের ভেতর ডুবে থাকবে। এ কারণে সবসময় তারা খুশিতে বাক বাক থাকবে। তারা কোন কিছু চাওয়ার জন্য 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলবে না। বরং এটা বলে তারা মনে সুখ অনুভব করবে। আর স্বয়ং আল্লাহ তাআলা অথবা ফেরেশতারা তাদেরকে 'সালামুন আলাইকুম' বলে খোশ আমদেদ জানাবে।

৫. দারুল মাকাম—এর অর্থ হল বাসস্থান। জান্নাত (জান্নাতীরা বলবে, আল্লাহর শুকরিয়া) বসবাসের জন্য সর্বোত্তম স্থান। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, "যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন। তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি।" (ফাতির ঃ ৩৫)

মানব-সৃষ্টির ক্রমবিস্তার

মানব সৃষ্টির পরিকল্পনা, ফেরেশতাদের প্রচ্ছন্ন আপত্তি;
অতঃপর সর্বপ্রকৃতির মৃত্তিকা সমন্বয়ে মানব সৃষ্টি;
শয়তান ছাড়া তাকে সব ফেরেশতার সেজদা করা;
সে-ই আদি মানব।

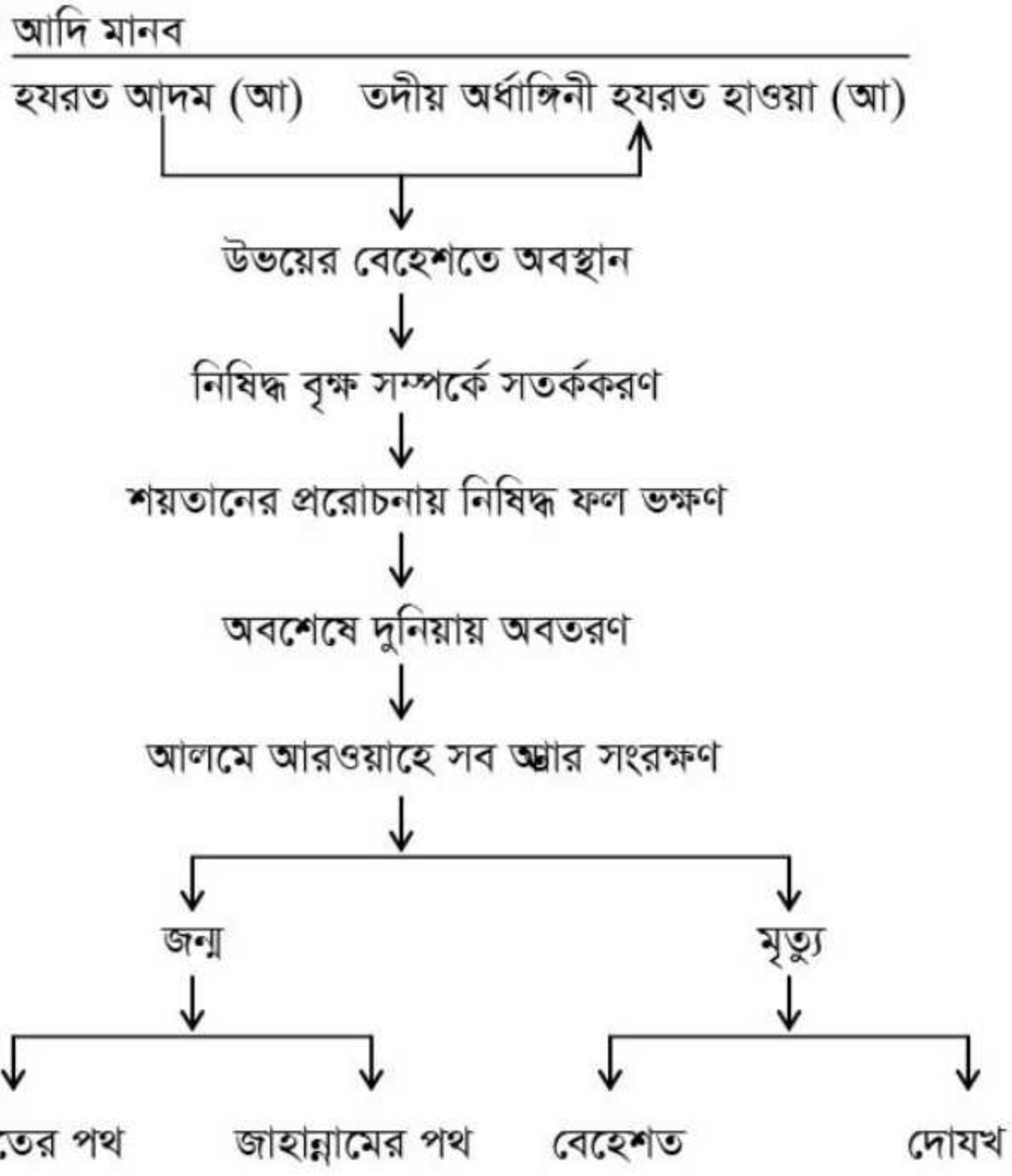

এক নজরে মুমিন ও কাফিরের পরিণতি

অবস্থা	কাফির/ অপরাধী	ঈমানদার
মৃত্যুর আগে	জাহান্নামের ফেরেশতাদের আগমন, ভয়ংকর চিত্র প্রদর্শন। মাথার কাছে জাহান্নামের ফেরেশতারা বসা থাকবে।	জান্নাতের ফেরেশতাদের আগমন, জান্নাতের চিত্র প্রদর্শন। মাথার কাছে জান্নাতী ফেরেশতারা বসা থাকবে।
জান কবয	শরীরে রূহ দৌড়াতে থাকবে, বের হতে চাইবে না, জোরপূর্বক বের করে নেওয়া হবে।	আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল থাকবে, সন্তুষ্টচিত্তে রূহ চলে যাবে।
জান কবজের পর	জাহান্নামের ফেরেশতারা দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে পেঁচিয়ে রূহ নেবে, সবাই ধিক্কার দেবে, আসমানের দরজা খোলা হবে না, সিজ্জীনে রূহ রাখা হবে।	জান্নাতের সুগন্ধি মেখে রূহ নেওয়া হবে, ফেরেশতারা স্বাগতম জানাবে, পূর্ববর্তীরা স্বাগতম জানাবে এবং খোঁজ-খবর নিবে, রূহ ইল্লীনে থাকবে।
আলমে বরযখের সওয়াল জওয়াব	রব কে? দীন কি? নবীকে? প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।	সবই যথাযথভাবে বলবে।
বরযখের জীবন	জাহান্নামের সংযোগ, জাহান্নামের পোশাক, জাহান্নামের বাতাস, সাপের ছোবল, কবরের চাপ ভোগ করবে এবং প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় জাহান্নামের আসন দেখে মানসিক কষ্ট ভোগ করবে।	জান্নাতের সংযোগ, জান্নাতের পোশাক, জান্নাতে বিচরণ, কবরের মৃদু আলিঙ্গন, প্রতিদিন জান্নাতের স্থান দেখে মানসিক শান্তি লাভ করবে।
হাশরের	মুখে ভর করে যাবে,	বাহনে চড়ে বা পায়ে হেঁটে

ময়দানে গমন	ফেরেশতারা হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।	যাবে।
অবস্থা	**কাফির/ অপরাধী**	**ঈমানদার**
হাশরের ময়দানে	উত্তপ্ত রৌদ্রে ঘামে সাঁতরাবে।	আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে।
আমলনামা	বাম হাতে পাবে, অস্বীকার করবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে, মুখ মলিন থাকবে।	ডান হাতে পাবে, অপরাধ স্বীকার করবে, আনন্দিত থাকবে।
মীযান	ওজন করার মত আমলই থাকবে না, পাপের পাল্লা ভারী হবে।	নেকীর পাল্লা ভারী হবে।
শাফায়াত	আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত পাবে না।	আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত পাবে।
হাউযে কাউসার	পানি পাবে না, ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।	আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পানি পান করাবেন।
পুলসিরাত	পার হওয়ার আগেই জাহান্নামে যাবে, যারা পার হতে চাইবে তারা কিছু দূর গিয়ে পড়ে যাবে, নূর বা আলো পাবে না।	বিজলীর মত হেঁটে, দৌড়িয়ে পার হবে, নূর বা আলো পাবে।
বিচারের পর এগিয়ে নেওয়ার মুহূর্ত	ফেরেশতারা ডাণ্ডা পেটা করে জাহান্নামে হাঁকিয়ে নেবে।	ফেরেশতারা সম্মানের সাথে জান্নাতে নেবে, কিশোররা অভ্যর্থনা জানাবে।
আবাসস্থলে প্রবেশের মুহূর্ত	মাথা ও পা ধরে টেনে ফেলা হবে।	সালামুন আলাইকুম তিবতুম... বলে বেহেশতের স্থান ও হুরদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।
খাবার ও পানীয়	পুঁজ, গরম পানি, শীতল পানি, নাকের ময়লা,	সব ধরনের পানীয়, দুধ, মধু ও শরাবের নহর, সব ধরনের